Top of Form

 ( ২০১৩ সনের ৫৩ নং আইন )

**কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় অবস্থিত মাতারবাড়ি বন্দরের জন্য

মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় অবস্থিত মাতারবাড়ি বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে একটি বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

**প্রথম অধ্যায়**

**প্রারম্ভিক**

**সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**

১। (১) এই আইন **মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২৩** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**সংজ্ঞা**

২। বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে―

(১) ‘ইজারা’ অর্থ [Transfer of Property Act, 1882](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-48.html) (Act No. IV of 1882) এর section 105 এ সংজ্ঞায়িত “Lease” ;

(২) ‘কর্তৃপক্ষ’ অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ;

(৩) ‘কর্মচারী’ অর্থে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪) ‘ঘাট (wharf)’ অর্থ পণ্য বোঝাই বা খালাসের জন্য উন্নয়ন করা হইয়াছে এইরূপ সমুদ্র বা নদীর কোনো তীর বা উপকূল বা উহার চারিদিক বা কোনো পার্শ্ব এবং পণ্য বোঝাই বা খালাসের জন্য ব্যবহৃত সমুদ্র বা নদীর তীর এবং তৎসংলগ্ন দেওয়াল ;

(৫) ‘চেয়ারম্যান’ অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যিনি বোর্ডেরও চেয়ারম্যান;

(৬) ‘জাহাজ (vessel)’ অর্থ যাত্রী, পণ্য পরিবহণ, পরিদর্শন, উদ্ধার কার্যে অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে ব্যবহৃত কোনো জাহাজ, নৌকা, বার্জ, warft , ক্র্যাফট অথবা অন্য যে কোনো ধরনের নৌযান;

(৭) ‘টার্মিনাল’ অর্থ সমুদ্র ও নদী সংশ্লিষ্ট পশ্চাৎ সুবিধাদি সংবলিত এইরূপ কোনো স্থাপনা যাহাতে জাহাজ নোঙর করা যায়, যেখানে জাহাজ হইতে পণ্য খালাস এবং জাহাজে পণ্য বোঝাই, কন্টেইনারে পণ্য স্টাফিং এবং কন্টেইনার হইতে আনস্টাফিংপূর্বক শেডে সংরক্ষণ করা যায় ও পরবর্তীকালে অন্য কোনো যানবাহনে পরিবহনের নিমিত্ত বা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী গন্তব্যস্থলে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়;

(৮) ‘ডক’ অর্থ বেসিন, কপাটকল (lock), খাল (cut), কি (quay), ঘাট (wharf), পণ্যাগার, রেলপথ এবং ডক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম ও স্থাপনা;

(৯) ‘তহবিল’ অর্থ কর্তৃপক্ষের তহবিল;

(১০) ‘নোঙ্গর স্থান (anchorage)’ অর্থ কোনো জাহাজ নোঙ্গর করিবার স্থান যেখানে নিরাপদে জাহাজ হইতে পণ্য খালাস, জাহাজে পণ্য বোঝাই করা হয় বা জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করে;

(১১) ‘পণ্য ’ অর্থে যে কোনো ধরনের সামগ্রী, পণ্য দ্রব্য এবং কন্টেইনারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১২) ‘পিয়ার (pier)’ অর্থে সমুদ্র বা নদী সংলগ্ন যে কোনো ধাপ, সিঁড়ি, অবতরণস্থল, নদী বা সমুদ্রের ভেতর কিছুদূর পর্যন্ত নির্মিত পাটাতন বা জেটি, ভাসমান বার্জ বা পন্টুন এবং যে কোনো সেতু বা সেতু সংলগ্ন স্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৩) ‘প্রবিধান’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৪) ‘ফৌজদারী কার্যবিধি’ অর্থ [Code of Criminal Procedure, 1898](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html) (Act No. V of 1898);

(১৫) ‘বন্দর’ অর্থ মাতারবাড়ি বন্দর (Matarbari Port);

(১৬) ‘বন্দর পরিচালনা’ অর্থ পণ্য বোঝাই বা খালাস, পণ্য গ্রহণ ও হস্তান্তর, জাহাজ নিয়ন্ত্রণ, জাহাজ পরিদর্শন এবং বন্দর চ্যানেল বা বন্দর এলাকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড;

(১৭) ‘বার্থ’ অর্থ এইরূপ কোনো স্থাপনা যাহাতে প্ল্যাটর্ফম, স্টেজ, র‌্যাম্প, কি, ঘাট থাকে এবং যাহাতে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে ও পণ্য খালাস, বোঝাই, ট্রান্সশিপমেন্ট করা যায়;

(১৮) ‘বিধি’ অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৯) ‘বোর্ড’ অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(২০) ‘ভূমি’ অর্থে মাটিতে স্থাপিত দালান বা তৎসংলগ্ন স্থাপনা, নদীর চরসহ সর্বোচ্চ জোয়ার রেখার নিম্নের নদীর তলদেশও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২১) ‘মাস্টার’ অর্থ জাহাজের ক্ষেত্রে পাইলট বা পোতাশ্রয় মাস্টার (harbor master) ব্যতীত, জাহাজ পরিচালনার নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত বা জাহাজ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি;

(২২) ‘মালিক’ অর্থে পণ্যের ক্ষেত্রে, কনসাইনার, কনসাইনি, জাহাজীকারক (shipper) বা জাহাজের প্রতিনিধি এবং বিক্রয়, সংরক্ষণ, জাহাজীকরণ, খালাস বা অপসারণ কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং জাহাজের ক্ষেত্রে, জাহাজের আংশিক মালিক, চার্টারার, কনসাইনি ও বন্ধক গ্রহীতাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৩) ‘সদস্য’ অর্থ কর্তৃপক্ষের সদস্য, যাহারা বোর্ডেরও সদস্য; এবং

(২৪) ‘সর্বোচ্চ জোয়ার রেখা (high watermark)’ অর্থ বৎসরের যে কোনো মৌসুমে বা ঋতুতে স্বাভাবিক ভরা জোয়ারের সময় পানির সর্বোচ্চ অবস্থানের চিহ্নিত বা অঙ্কিত লাইন।

**বন্দর সীমানা**

৩। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্দরের সীমানা নির্ধারণ করিতে পারিবে, এবং সময় সময়, অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সীমা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে পারিবে।

(২) এই সীমানা (Port Limit) বন্দরের জাহাজ চলাচল পথের যে কোন অংশে বর্ধিত করিতে পারিবে এবং বহির্নোঙ্গর অথবা সমুদ্রের যে কোন অংশে, নদী, নদী-তীর, নদীর পাড় অথবা সংলগ্ন ভূমি এবং যে কোন ধরনের ডক, পিয়ার, শেড অথবা অন্যান্য কাজ-সমূহ যাহা জনস্বার্থে জাহাজ চলাচল, নৌ-পরিবহন, পণ্য উঠানামা, জাহাজের নিরাপত্তা অথবা উন্নয়ন, সংরক্ষণ অথবা বন্দরের সুশাসন অথবা নদী এবং নিরাপদ নৌ-চলাচলের জন্য হাই ওয়াটার মার্কের মধ্যে বন্দরের অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে এবং হাই ওয়াটার মার্কের ৫০ মিটারের মধ্যে থাকা ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি, তীর, পাড় অথবা ভূমির যে কোন অংশে বন্দরের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

(৩) নদী শাসন, সংরক্ষণ, খনন বা অন্য কোনো ভৌত কারণে বন্দর সীমানার মধ্যে কোনো ভূমি বা চর সৃষ্টি হইলে, বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ভূমি বা চর কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হইবে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়**

**কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, কমিটি, ইত্যাদি**

**কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**

৪। (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হইবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষে বা উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

**কর্তৃপক্ষের কার্যালয়**

৫। কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় কক্সবাজার জেলার মহেশখালি উপজেলায় অবস্থিত হইবে।

**পরিচালনা ও প্রশাসন**

৬।(১) কর্তৃপক্ষের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড উহার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

**বোর্ড গঠন, ইত্যাদি**

৭। (১) বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সরকার একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করিবে; যিনি অতিরিক্ত সচিব অথবা অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার সুযোগ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(খ) যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য; এবং

(গ) পাঁচজন খণ্ডকালীন সদস্য।

(২) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে নিযুক্ত হইবেন ও কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) খণ্ডকালীন সদস্যগণ, ক্ষেত্রমত-

(ক) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হইতে যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন;

(খ) নিয়োগের তারিখ হইতে বদলী না হওয়া পর্যন্ত দুই বৎসরের মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন; এবং

(গ) একাদিক্রমে পুনরায় নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন।

(৪) খণ্ডকালীন সদস্যগণের সম্মানী ও অন্যান্য বিষয়াদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৫) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৬) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

**বোর্ডের সভা**

৮। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য দুইজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন চারজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৪) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

(৭) সভায় কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত, বক্তব্য, তথ্য বা ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং তিনি সভায় তাহার বিশেষজ্ঞ মতামত, বক্তব্য, তথ্য বা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

(৮) আমন্ত্রিত সদস্যের সভায় ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে না।

**কমিটি**

৯। কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা দানের জন্য, প্রয়োজনবোধে, উহার যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

**উপদেষ্টা কমিটি**

১০। কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার, প্রয়োজনবোধে, কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে যত সংখ্যক ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিবেন তত সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

**তৃতীয় অধ্যায়**

**কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও ক্ষমতা**

**কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি-**

১১। কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) বন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণ;

(খ) বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের সেবা ও সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ পথ (approach) চিহ্নিতকরণ, সংরক্ষণসহ যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) বন্দরের মধ্যে সকল ধরনের জাহাজ চলাচল, নোঙর করানো ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ;

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বন্দরের কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন।

**কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা**

১২। (১) কর্তৃপক্ষ, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতার আওতায় কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা :-

(ক) বন্দর সীমার মধ্যে ডক, মুরিং, পিয়ার এবং সেতুসহ প্রয়োজনীয় রাস্তা, রেলপথ, নালা, ছাদ, কালভার্ট, বেড়া, প্রবেশপথ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা;

(খ) বন্দরের পণ্য বোঝাই, খালাসীকরণ এবং মজুদের প্রয়োজনে যে কোন কার্য সম্পাদন;

(গ) বন্দর এলাকার মধ্যে যাত্রী, যানবাহন এবং পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে ফেরী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরিচালনা;

(ঘ) জাহাজ হইতে পণ্য নামানো, জাহাজিকরণ বা অন্য কোন কারণে পণ্য পরিবহন, গ্রহণ, পরিচালনা এবং মজুদের উদ্দেশ্যে রেলওয়ে, ওয়্যারহাউজ, শেড, ইঞ্জিন, ক্রেন, স্কেল (scales) এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পরিচালনা;

(ঙ) নদীর তীর বা তলদেশ জলমগ্ন অবস্থা হইতে উদ্ধার (reclaim) , উত্তোলন, খনন, ঘেরাও বা বেড়া দেয়া;

(চ) জাহাজের বার্থিং ও পণ্য বোঝাই এবং খালাসীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈরী, সংগ্রহ, মেরামত এবং পরিচালনা;

(ছ) জাহাজ এবং উহাতে রক্ষিত জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে এবং জাহাজের নিরাপদ বার্থিং এবং ডুবন্ত জাহাজ বা সম্পদ উদ্ধারকল্পে উপযুক্ত জাহাজ (vessels), নির্মাণ, সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা;

(জ) জাহাজে জ্বালানী বা পানি সরবরাহ;

(ঝ) বন্দরের অগ্নি নিরাপত্তাসহ সামগ্রিক নিরাপত্তা গ্রহণ;

(ঞ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কিছু অর্জন, ভাড়া, ক্রয়, নির্মাণ, স্থাপন, তৈরী, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত;

(ট) বন্দর বা বন্দর সংলগ্ন এলাকার জোয়ার রেখার উচ্চ সীমার উপর বা নীচ যাহাই হউক, ডক বা অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণ এবং অন্যান্য কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ;

(ঠ) বন্দরের ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন;

(ড) বন্দর বা সংলগ্ন এলাকার প্রতিবন্ধকতা, অবৈধ দখল ও কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ এবং অবৈধ নির্মাণাদি অপসারণ;

(ঢ) বন্দর সীমানার মধ্যে [Customs Act, 1969](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-354.html) (Act No. IV of 1969) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্টদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ;

(ণ) বন্দরের প্রয়োজনে উহার অবকাঠামো নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাক্ষণের জন্য সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগ প্রদান;

(ত) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;

(থ) কর্তৃপক্ষের বার্ষিক বাজেট প্রস্তুতকরণ;

(দ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কোন ধরনের চুক্তি, বণ্ড বা অনুরূপ আইনগত দলিলাদি সম্পাদন;

(ধ) বন্দর সীমানায় চ্যানেলের নাব্যতা রক্ষার্থে ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নদী খনন, বালি, মাটি, পাথর উত্তোলন এবং নদী সংরক্ষণের জন্য ট্রেনিং ওয়ালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণ, ড্রেজার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা;

(ন) নদীর গতিপথ ও নাব্যতা রক্ষার্থে জরীপ, গবেষণা, পরিবীক্ষণ এবং কারিগরি গবেষণা অথবা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে অন্য কোন সংস্থা দ্বারা কারণ অন্বেষণ, পরিবীক্ষণ বা কারিগরি গবেষণায় সহযোগিতা গ্রহণ;

(প) চ্যানেল খনন, ঢেউ প্রতিরোধক নির্মাণ, টার্মিনালের জন্য স্থান ও স্থাপনা নির্মাণ এবং বন্দর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদন;

(ফ) বন্দর সংশ্লিষ্ট কোন কাজের জন্য যে কোন স্থানীয়, বিদেশী বা সরকারি সংস্থার নিকট হইতে পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ;

(ব) বন্দর উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য কোন প্রতিষ্ঠিত দেশী বা বিদেশী অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বন্দর কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক বা অনুরূপ আইনগত দলিলাদি স্বাক্ষর;

(ভ) রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মনে করিলে বন্দর স্থাপনা এবং উহার সংযোগকারী কোন রাস্তা বা উহার অংশ বিশেষের ব্যবহার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষিদ্ধকরণ;

(ম) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বন্দর সংক্রান্ত সরকারের সকল সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন; এবং

(য) বন্দরের কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন।

**অন্যান্য বন্দর কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা গ্রহণ**

১৩।এই আইনের অধীন মাতারবাড়ি বন্দর প্রতিষ্ঠাকল্পে কারিগরি, আর্থিক বা অন্য কোন সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**সংরক্ষিত বন্দর এলাকা ঘোষণা**

১৪। বন্দরের সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে এবং সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বন্দর সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল স্থান ও স্থাপনা সংরক্ষতি বন্দর এলাকা হিসাবে গণ্য হইবে; তবে ইহার ফলে বন্দর সীমানায় অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তির মালিকানার কোনো পরিবর্তন হইবে না ।

**কর্তৃপক্ষের পণ্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ**

১৫। (১) কর্তৃপক্ষের কী, হুয়ারফ (wharf) ও পিয়ার এ পণ্য তাৎক্ষণিক অবতরণের পর পণ্য বিনষ্ট হওয়া হইতে রক্ষাকল্পে কর্তৃপক্ষ উহার গুদাম, শেড বা অন্য কোন স্থানে উক্ত পণ্য যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করিবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন পন্যের ক্ষতি, ধ্বংস ও বিনষ্টের জন্য কর্তৃপক্ষ এইরূপ দায়ী থাকিবে যেরূপ [Contract Act, 1872](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-26.html) (ACT No. IX of 1872) এর sections 151, 152, 161 এবং 164 এর অধীন একজন বেইলী (Bailee) দায়ী থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন পণ্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিন অতিক্রান্ত হইবার পর এই উপ-ধারার অধীন কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা - এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ‘‘হুয়ারফ’’ অর্থে সমুদ্র বা নদীর তীর যাহা পণ্য উঠা-নামা সহজতর করার জন্য উন্নয়ন করা হইয়াছে বা পণ্য উঠা-নামার জন্য ব্যবহৃত সমুদ্র বা নদীর তীর এবং তদ্‌সংলগ্ন দেয়ালকে বুঝাইবে।

**শুল্ক কর্মকর্তাদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষণ**

১৬। (১) কোনো আইনের অধীন শুল্ক ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির উদ্দেশ্যে এবং শুল্ক কর্মকর্তাগণের কাজের সুবিধার্থে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জেটি, ডক, মুরিং, পিয়ার বা শেডে তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থান ব্যবহারজনিত মাশুল কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ শুল্ক কর্মকর্তাগণের কার্যের জন্য উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্থানসমূহ নির্ধারণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

**কর্তৃপক্ষের পাইলট সার্ভিস প্রদানের ক্ষমতা, ইত্যাদি**

১৭। (১) কর্তৃপক্ষ বন্দরে জাহাজ আগমণ বা নির্গমণের জন্য Port Act, 1908 (Act, No. XV of 1908) এর বিধান অনুসারে পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন পাইলট নিয়োগ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষকে উপ-ধারা (১) এর অধীন পাইলট সার্ভিস প্রদানের জন্য উহার ব্যবহারকারীকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে চার্জ প্রদান করিতে হইবে।

**বেসরকারি ডক নির্মাণ, ইত্যাদির অনুমোদনের ক্ষমতা**

১৮। (১) কর্তৃপক্ষ, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে লিখিতভাবে বন্দর সীমানার সর্বোচ্চ জোয়ার রেখার (high watermark) নিম্নে কোনো ডক, পিয়ার, নোঙ্গর স্থান বা অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণের জন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘনপূর্বক কোনো স্থাপনা নির্মাণ বা স্থাপন করিলে উহা অপসারণযোগ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত স্থাপনা নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অপসারণ না করিলে কর্তৃপক্ষ উহা অপসারণ করিতে পারিবে এবং সময় অতিক্রান্ত হইবার পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অন্যূন ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপনা অপসারণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপসারণের সমুদয় খরচ বহন করিতে বাধ্য থাকিবে।

**নদী ব্যবহার কর আরোপের ক্ষমতা**

১৯। কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্দর সীমানায় আগত সমুদ্রগামী জাহাজ হইতে অবতরণ বা বোঝাইকৃত, বন্দরের কোন জেটি, ঘাট, গুদাম, নোঙরস্থান, ডক বা অবতরণস্থানে অবতরণ, বোঝাই হউক বা না হউক, পণ্যের উপর নদী ব্যবহার কর (river-dues) আরোপ করিতে পারিবে।

**কোম্পানী গঠন, ইত্যাদি**

২০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নূতন কোম্পানী গঠন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কোম্পানীর শেয়ারের অংশীদার হইতে পারিবে এবং কোন ব্যক্তিকে উক্ত শেয়ারের অংশীদার হইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

**অপারেটর নিয়োগ**

২১। (১) কর্তৃপক্ষ, বন্দরে পণ্য গ্রহণ, বোঝাই, সংরক্ষণ, খালাস ও সরবরাহের জন্য, প্রয়োজন মনে করিলে, বন্দরের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বার্থ বা টার্মিনাল অপারেটর হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, বার্থ বা টার্মিনাল অপারেটরের নিয়ন্ত্রণাধীন পণ্যের ক্ষতি, ধ্বংস ও বিনষ্টের জন্য অপারেটর এরূপ দায়ী থাকিবে যেইরূপ [Contract Act, 1872](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-26.html) (Act No. IX of 1872) এর section 151,152,161 এবং 164 এর অধীন একজন বেইলী (bailee) দায়ী থাকেন।

(৩) বার্থ বা টার্মিনাল অপারেটর কর্তৃক নিযুক্ত শ্রমিকগণের ন্যায্য দাবিসমূহের ক্ষেত্রে [বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-952.html) (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে

(৩) অপারেটরের দায়িত্বাধীন পণ্যের ক্ষেত্রে ধারা ১৫(২) এর বিধান, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

**খনন এবং ভরাট নিষিদ্ধকরণ**

২২। কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বন্দর সীমানা হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) মিটারের মধ্যে এবং বন্দর কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দিষ্টকৃত এলাকায় কোনরূপ স্থাপনা নির্মাণ, অপসারণ, মাটি খনন বা ভরাট করিতে পারিবে না।

**বন্দরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**

২৩। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বন্দরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করিবে।

**ডক, মুরিং, এ্যাংকরেজ, ইত্যাদি হইতে জাহাজ স্থানান্তর**

২৪। (১) কর্তৃপক্ষ লিখিত নোটিশ দ্বারা উহার আওতাধীন ডক, মুরিং, এ্যাংকরেজ অথবা অন্য কোন স্থান হইতে জাহাজ নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অপসারণ করিবার জন্য ইহার স্বত্বাধিকারী, মাষ্টার বা এজেন্টকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যদি উহার মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট উক্ত জাহাজ অপসারণ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে মাশুল আরোপ করিতে পারিবে যাহা উক্ত জাহাজ স্বত্বাধিকারী, মাষ্টার বা এজেন্ট প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

(৩) যদি কোন জাহাজের স্বত্বাধিকারী, মাষ্টার বা এজেন্ট উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্দেশের প্রেক্ষিতে জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপসারণ করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত জাহাজ তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে অপসারণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোন জাহাজ অপসারণ করা হইলে উহা অপসারণ বাবদ যে অর্থ ব্যয়িত হইবে উক্ত ব্যয়িত অর্থের দ্বিগুণ অর্থ সংশ্লিষ্ট জাহাজের মালিক, মাষ্টার বা এজেন্ট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

**চতুর্থ অধ্যায়**

**ভাড়া, ফি, মাশুল ইজারা ইত্যাদি**

**ভাড়া, ফি, মাশুল ইজারা ইত্যাদির তফসিল**

২৫। (১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ও সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্দর ব্যবহারকারীগণের নিকট হইতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট, ফিস বা মাশুলের তফসিল প্রণয়ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিশেষতঃ, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে কর, টোল, রেইট, ফিস বা মাশুলের তফসিল প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা :-

(ক) সমুদ্রগামী বা সমুদ্রগামী নহে এইরূপ জাহাজ হইতে কোন পণ্য কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ডক, জেটি ও নোঙর স্থানে অবতরণ বা উক্ত স্থান হইতে জাহাজ বোঝাইকরণ;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত জাহাজ কর্তৃক উক্ত ডক, জেটি বা নোঙরস্থান ব্যবহার;

(গ) কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কোন স্থান বা প্রাঙ্গনে পণ্য সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ;

(ঘ) পণ্য অপসারণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ বা উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক কোন জাহাজ বা পণ্যের জন্য প্রদত্ত সেবা;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন পূর্ত কাজ, যন্ত্র বা সরঞ্জামাদির ব্যবহার;

(ছ) কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন বা ভাড়াকৃত জাহাজের মাধ্যমে পরিবাহিত যাত্রী এবং তাহাদের ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি পরিবহণ;

(জ) জাহাজকে ঘুরানো বা টানিয়া নেওয়া (towing) এবং বন্দর সীমানা বা বন্দর সীমানার বাহিরে জীবন বা সম্পদ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কোন নৌ-যান, টাগ, নৌকা বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান।

**মাশুল, ইত্যাদি মওকুফ**

২৬। কর্তৃপক্ষ, বিশেষ ক্ষেত্রে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ধারা ২৫ এর অধীন প্রণীত তফসিল অনুযায়ী আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট, ফিস ও মাশুল সম্পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ করিতে পারিবে।

**ফি, কর, টোল, রেইট, মাশুল, বকেয়া, ইত্যাদি আদায়**

২৭। এই আইনের অধীন অনাদায়ী ফি, কর, টোল, রেইট, মাশুল, বকেয়া Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর অধীন সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

**অভ্যন্তরীণ নৌ-যানসমূহের তালিকাভুক্তি**

২৮। (১) বন্দর সীমানায় চলাচলকারী সকল অভ্যন্তরীণ নৌ-যানসমূহকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি এবং অন্যান্য মাশুল প্রদান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তালিকাভুক্ত করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তালিকাভুক্ত সকল অভ্যন্তরীণ নৌ-যানের মাষ্টারকে বন্দরে প্রবেশ অথবা বন্দর ত্যাগ করার প্রাক্কালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে রিপোর্ট করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত রিপোর্টে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ছকে নৌ-যানে পরিবাহিত পণ্যের প্রকৃতি ও পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে।

**টোল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বস্বত্ব**

২৯।(১) এই আইনের অধীনে কোন পণ্যের উপর ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট, ফিস, মাশুল ও অন্যান্য পাওনাদি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পণ্যের উপর কর্তৃপক্ষের পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং উক্তরূপ পাওনাদি সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত পণ্য জব্দ বা আটক রাখিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন দালান, গুদাম, কোন ভূমি বা পণ্য মজুদের স্থানসহ অন্যান্য স্থান ব্যবহারজনিত কারণে কর্তৃপক্ষের পাওনা যথাযথভাবে দাবী করা সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইলে উক্ত পাওনা আদায়ের জন্য উক্ত দালান, গুদাম, কোন ভূমি বা পণ্য মজুদের স্থানে রক্ষিত পণ্যের উপর কর্তৃপক্ষের পূর্বস্বত্ব বজায় থাকিবে এবং উক্ত পাওনা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত পণ্য জব্দ বা আটক রাখিতে পারিবে।

(৩) জাহাজ হইতে কোন পণ্য অবতরণের পর অনতিবিলম্বে উক্ত পণ্যের উপর প্রযোজ্য কর, টোল, রেইটস, ফি, মাশুলসহ যাবতীয় পাওনা পরিশোধযোগ্য হইবে এবং বন্দর সংরক্ষিত এলাকা হইতে কোন পণ্য অপসারণ কিংবা রপ্তানীযোগ্য পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বেই যাবতীয় পাওনাদি পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৪) জাহাজের ভাড়া, প্রাইমেজ কিংবা জেনারেল এভারেজ (General Average) অথবা সরকারি অন্য কোন পাওনা ব্যতীত কর্তৃপক্ষের কর, টোল, রেইটস, ফি, মাশুল সংক্রান্ত সকল পূর্বস্বত্ব ও দাবী অন্য যে কোন পূর্বস্বত্ব ও দাবী অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাইবে।

**ফ্রেইট বিষয়ে জাহাজের স্বত্বাধিকারীর পূর্বস্বত্ব**

৩০। কোন জাহাজের স্বত্বাধিকারী বা মাস্টার জাহাজ হইতে বন্দরের ডক বা পিয়ারে পণ্য নামানোর সময় বা পূর্বে এই মর্মে কর্তৃপক্ষকে যদি নোটিশ প্রদান করেন যে উক্ত পণ্যের ভাড়া, প্রাইমেজ বা জেনারেল এভারেজ বাবদ অর্থ অনাদায়ী রহিয়াছে তাহা হইলে উক্ত পণ্যের উপর জাহাজের স্বত্বাধিকারী বা মাস্টারের পূর্বস্বত্ব বজায় থাকিবে এবং উক্ত দাবী পণ্যের মালিক কর্তৃক পরিশোধিত হইবার পর উক্ত পূর্বস্বত্ব অবসায়িত (discharge) হইবে।

**পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অনাদায়ী টোল আদায়**

৩১। কর্তৃপক্ষের কোন পাওনাদি অনাদায়ী থাকিলে এবং জাহাজ হইতে পণ্য অবতরণের ২ (দুই) মাসের মধ্যে বন্দরের এবং জাহাজের স্বত্বাধিকারীর পাওনা পরিশোধিত না হইলে উক্ত ২ (দুই) মাস সময় অতিক্রান্ত হইবার পর ১৫ (পনের) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক পণ্য নিলামে বিক্রির মাধ্যমে বন্দরের এবং জাহাজের স্বত্বাধিকারীর পাওনা আদায় করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, পচনশীল ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে, পণ্য অবতরণের ২৪ (চবিবশ) ঘন্টা অতিক্রান্ত হইবার পর যত দ্রুত সম্ভব উক্ত পণ্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং এই ক্ষেত্রে কনসাইনি বা তাহার প্রতিনিধিকে জরুরি প্রয়োজন বিবেচনায় নোটিশ জারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

**জাহাজ ত্যাগে বিধি-নিষেধ**

৩২। (১) বন্দরে আগমনকারী কোন জাহাজ এই আইনের অধীন আদায়যোগ্য কোন টোল, রেইট, বকেয়া বা অন্য সকল পাওনাদি পরিশোধ না করিলে অথবা পরিশোধ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত টোল, রেইট বা চার্জ পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত জাহাজ আটক করিতে অথবা বন্দর ত্যাগের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে জাহাজ আটক অথবা বিধি-নিষেধ আরোপের ২ (দুই) মাসের মধ্যে জাহাজ মালিক পাওনাদি পরিশোধ না করিলে অথবা জাহাজ আটকের ক্ষেত্রে সকল ব্যয় পরিশোধ না করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত আটককৃত জাহাজ বা উক্ত জাহাজে রক্ষিত পণ্য প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (২) অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রাপ্য অর্থ সমন্বয় করিয়া অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, মালিক বা উহার প্রতিনিধিকে ফেরৎ প্রদান করিবে।

**বন্দরের স্থাপনা ও সম্পত্তি ইজারা প্রদান**

৩৩। কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মনে করিলে বন্দরের কোন স্থাপনা বা সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ, শর্ত ও পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

**জাহাজ ঘাট ও জেটি নির্মাণ**

৩৪। (১) কর্তৃপক্ষ জাহাজ ভিড়ানো এবং পণ্য উঠানো-নামানোর জন্য বন্দর সীমানায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক জাহাজ ঘাট বা জেটি নির্মাণ করিতে বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঘাট বা জেটি নির্মাণের জন্য তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে লিখিত অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজন মনে করিলে, যেকোনো স্থায়ী স্থাপনার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে এবং অস্থায়ী স্থাপনা অপসারণ, পরিবর্তন ও স্থানান্তর করিতে পারিবে এবং উক্ত স্থাপনাসমূহ ব্যবহার করা হইতে জনসাধারণকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে।

**বন্দর ছাড়পত্র, ইত্যাদি**

৩৫। কর্তৃপক্ষ যদি বন্দর ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন সরকারি কর্মকর্তাকে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করে যে, কোন জাহাজ বা জাহাজে রক্ষিত পণ্যের উপর এইরূপ ও তদধীন প্রণীত বিধির উপর আদায়যোগ্য পাওনা বা জরিমানা অনাদায়ী রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত পাওনা বা জরিমানা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জাহাজকে বন্দর ছাড়পত্র ইস্যু করিবেন না।

**অদাবীকৃত পণ্য, ইত্যাদি অপসারণ**

৩৬। (১) কোন পণ্যের স্বত্বাধিকারী পণ্যের দাবী পেশ বা খালাসের জন্য বন্দরে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে বা পণ্যের জন্য আদায়যোগ্য ফি, কর টোল, রেইট ও মাশুল পরিশোধ করিবার পর বন্দর হইতে পণ্য খালাস না করিলে যেদিন উক্ত পণ্য কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আসিবে উক্ত দিন হইতে ৩০(ত্রিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পর সরাইয়া লইবার জন্য পণ্যের স্বত্বাধিকারীকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারী করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) যেইক্ষেত্রে মালিকানা অজ্ঞাত বা মালিক বরাবর নোটিশ জারী করা সম্ভব হয় নাই বা নোটিশ প্রাপ্তির পর তিনি উহা তামিল করেন নাই সেইক্ষেত্রে উক্ত পণ্য কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন অতিবাহিত হইবার পর কর্তৃপক্ষ উহা প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন পণ্য বা যে কোন শ্রেণীর পণ্যকে এই ধারার প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

**নিলামের মাধ্যমে মাশুল, ইত্যাদি আদায়**

৩৭। (১) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের কর, টোল, রেইট, মাশুল, ক্ষতিপূরণ অনাদায়ী থাকিলে কর্তৃপক্ষ উহার নিয়ন্ত্রণাধীন পণ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করিয়া অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদায়কৃত অর্থ অপর্যাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ ধারা ২৭ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে অবশিষ্ট পাওনা আদায় করিতে পারিবে।

**পঞ্চম অধ্যায়**

**তহবিল, হিসাবরক্ষণ, ইত্যাদি**

**কর্তৃপক্ষের তহবিল, ইত্যাদি**

৩৮। (১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চ) কর্তৃপক্ষের অর্জিত বন্দর ব্যবহার সংক্রান্ত কর, টোল, রেইট, মাশুল, বকেয়া ও ফি;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিমূলে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগকৃত পুঁজি;

(ঝ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(ঞ) Port Act, 1908 (Act No. XV of 1908) এর section 36 অনুযায়ী আদায়কৃত অর্থ ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ;

(২) তহবিলের অর্থ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করা হইবে।

(৪) প্রতি অর্থ বৎসর শেষে কর্তৃপক্ষ উহার তহবিলের উদ্ধৃত্ত অর্থ এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নির্দেশনা,যদি থাকে, সাপেক্ষে সরকারি তহবিলে জমা প্রদান করিবে।

**তহবিল ব্যবহার**

৩৯। (১) বন্দরের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

(২) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় তহবিল হইতে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) তহবিলের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান ও নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

**ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**

৪০। (১) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের লিখিত পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক কোন ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারের নিকট হইতে অথবা সরকারের জামিনদারিত্বে কোন ঋণ গ্রহণ করা হইলে, উক্ত ঋণের শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) বন্দর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রাথমিক ব্যয় বন্দর নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করিবে। এতদসংক্রান্তে সকল প্রকার ঋণ, চুক্তি Subsidiary Loan Agreement এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তা গ্রহণ করিবে।

**বাজেট বিবরণী**

৪১। কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরের সরকারের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

**হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**

৪২। (১) কর্তৃপক্ষ উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্ত্তত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) কর্তৃপক্ষের হিসাব [Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-442.html)(Order No. 2 0f 1973) অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ২ (দুই) টি নিবন্ধিত চার্টার্ড একাউট্যান্টস ফার্ম দ্বারা প্রতি বৎসর নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষা মতামতসহ হিসাব প্রতিবেদন সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষ হইবার অব্যবহিত পর কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্থ বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(৬) সরকার প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে কোন সময়ে উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

**ষষ্ঠ অধ্যায়**

**অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি**

**দণ্ড**

৪৩। কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত লঙ্ঘনের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট দণ্ড উল্লেখ না থাকিলে তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**দূষণের জন্য দণ্ড**

৪৪। কোনো ব্যক্তি বা জাহাজ যদি বন্দর সীমানার মধ্যে পানিতে, সৈকতে, তীরে বা ভূমিতে কোনো বর্জ্য, ছাই, তৈল বা তৈল জাতীয় পদার্থ বা অন্য কিছু নিক্ষেপ করে বা নিক্ষেপ করিবার অনুমতি প্রদান করে যাহার ফলে পানি ও পরিবেশ দূষিত হয় বা জলজ প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির ক্ষতি হয়, তাহা হইলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (১) এর টেবিলের ১০ নং ক্রমিকের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

**টোল, রেইট, ইত্যাদি ফাঁকির জন্য দণ্ড**

৪৫। যদি কোনো ব্যক্তি আইনগতভাবে প্রদেয় বন্দরের কোনো ভাড়া, ফি, টোল, রেইট, মাশুল বা ক্ষতিপূরণ ফাঁকি প্রদানের উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য, জাহাজ, প্রাণী বা বাহন অপসারণ বা অপসারণের চেষ্টা করেন, বা অপসারণের জন্য [Penal Code, 1860](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html) (Act No. XLV of 1860) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত (abet) করেন, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**সম্পদের ক্ষতিপূরণ আদায়**

৪৬। কর্তৃপক্ষের কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত, কোনো জাহাজের মাস্টার, নাবিক বা উক্ত জাহাজের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির অবহেলার কারণে কোনো ডক, পিয়ার বা কোনো স্থাপনা বা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মের ক্ষতি হইলে, উক্ত জাহাজের মালিক, মাস্টার বা প্রতিনিধির নিকট হইতে ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাইবে।

**কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন**

৪৭। (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়-

(ক) ‘কোম্পানি’ অর্থে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠন; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ‘পরিচালক’ অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তি সত্ত্বাবিশিষ্ট হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ব্যতীত উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারি মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে এবং প্রয়োজনে কালো তালিকাভুক্তও করা যাইবে।

**ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ**

৪৮। এই আইনের বিধানাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত, বিচার ও আপিল এবং অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

**অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।**

৪৯। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তির উপর এই আইনের কোনো ধারায় উল্লিখিত অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারায় উল্লিখিত অর্থদণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

**অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**

৫০। ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, কোনো আদালত, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

**মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার**

৫১। এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ, [মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1025.html) (২০০৯ সালের ৯ নং আইন) এর তপশিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

**সপ্তম অধ্যায়**

**কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**

**কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**

৫২। (১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি ও চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

**প্রেষণে নিয়োগ, ইত্যাদি**

৫৩। (১) সরকার, জনস্বার্থে, কোন কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত পদে বা এই কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে নিম্নবর্ণিত যে কোন সংস্থায় এবং উক্ত সংস্থাসমূহের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কর্তৃপক্ষে প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে, যথা :-

(ক) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (Mongla Port Authority);

(খ) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (Chittagong Port Authority);

(গ) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Inland Water Transport Authority) ;

(ঘ) বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Land Port Authority) এবং

(ঙ) পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বন্দর সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা বা নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে সরকার, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, উহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সংস্থা বা স্থানীয় অপরাপর কর্তৃপক্ষের কোন ব্যক্তির চাকুরি কর্তৃপক্ষের অধীনে ন্যস্ত করিতে পারিবে।

**জনসেবক**

৫৪। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ [Penal Code, 1860](http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html) (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ জনসেবক (Public Servant) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক হিসাবে গণ্য হইবে।

**ক্ষমতা অর্পণ**

৫৫। কর্তৃপক্ষ, সাধারণ অথবা কোন বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে চেয়ারম্যান, অন্য কোন সদস্য বা উহার কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

**অষ্টম অধ্যায়**

**বিবিধ**

**প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা**

৫৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চেয়ারম্যান, সদস্য বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বন্দর ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন স্থান, ঘড়বাড়ি বা অঙ্গনে প্রবেশ, পরিদর্শন, জরিপ ও অনুসন্ধান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন-

(ক) কোন স্থান, ঘরবাড়ি বা অঙ্গনে প্রবেশের পূর্বে উক্ত ভূমির মালিক বা তত্ত্বাবধায়ককে অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশ প্রদান করিতে হইবে ; এবং

(খ) কোন স্থান, ঘরবাড়ি বা অঙ্গনে প্রবেশের সময়কাল অবশ্যই সূর্যোদয়ের পর হইতে সূর্যাস্তের পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে হইতে হইবে।

**কর্তৃপক্ষের জন্য জমি হুকুমদখল বা অধিগ্রহণ**

৫৭। (১) এই আইনের  উদ্দেশ্য  পূরণকল্পে,  কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি সম্পাদনের নিমিত্ত  কোনো ভূমি  প্রয়োজন হইলে তাহা  জনস্বার্থে  প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত  হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহা  স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল  আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) এর বিধান অনুসারে  কর্তৃপক্ষের জন্য হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণকৃত ভূমি ছাড়াও অন্য কোন ভূমি ক্রয়, লীজ, বিনিময় বা অন্য কোন উপায়ে অর্জন এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

**বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি**

৫৮। (১) প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তদ্‌কর্তৃক উক্ত অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ এবং আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহার কার্যাবলী বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন তথ্য, পরিসংখ্যান, হিসাব-নিকাশ, টেন্ডার ডকুমেন্ট, দলিল-দস্তাবেজ বা অন্য কিছু তলব করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

**মামলা দায়েরের সীমাবদ্ধতা**

৫৯। (১) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরে ইচ্ছুক ব্যক্তির নাম ঠিকানাসহ মামলা দায়েরের কারণ সংবলিত লিখিত নোটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের ১(এক) মাস অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী, সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিতেছেন তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন মামলা দায়ের করার অধিকার সৃষ্টির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করিতে হইবে।

**দায়মুক্তি**

৬০। এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হইবার সম্ভাবনা থাকিলে বা বন্দরে স্থিত কোনো মুরিং বা অন্য কোনো সুবিধাদি ব্যবহারের ফলে কোনো জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে কর্তৃপক্ষ বা উহার চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য বা কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই ব্যাপারে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা রুজু করা যাইবে না বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারাও গ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই কর্তৃপক্ষকে উহার পক্ষ হইতে কৃত বা উহার আদেশ বা অনুমোদনের মাধ্যমে বা উহার অধীনস্থ কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক কৃত কোনো কার্যে ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা কর্মকাণ্ড এই দায়মুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “সরল বিশ্বাস” বলিতে অবহেলার সহিত করা হউক বা না হউক প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছু সততার সহিত করা হইলে “সরল বিশ্বাস”-এ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

**বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**

৬১। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**

৬২। কর্তৃপক্ষ, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধির সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৩। **দায়-দায়িত্ব ইত্যাদিঃ** মাতারবাড়ি বন্দর প্রতিষ্ঠাকল্পে ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদসংক্রান্তে সম্পাদিত-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, ফি, চার্জ, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, অনুমোদিত মূলধন, পরিশোধিত মূলধন, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত সকল অর্থ এবং সিকিউরিটিসহ সকল দাবি ও অধিকার, সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায়-দায়িত্ব, গৃহীত বাধ্যবাধকতা এবং ইহার দ্বারা, ইহার পক্ষে বা ইহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে মাতারবাড়ি বন্দর কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায়-দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা এবং ইহার দ্বারা, ইহার পক্ষে বা ইহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

 (গ) বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে এইরূপভাবে নিষ্পত্তি করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে।

**ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**

৬৪। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।